بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার নজিরবিহীন ও ঈমান-উদ্দীপক বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু)-র বর্ণনা চলছিল। এটি আজও অব্যাহত থাকবে। কুরআন মজীদের আয়াত

اَلَّذِیۡنَ اسۡتَجَابُوۡا لِلّٰہِ وَ الرَّسُوۡلِ مِنۡۢ بَعۡدِ مَاۤ اَصَابَہُمُ الۡقَرۡحُ ۚ لِلَّذِیۡنَ اَحۡسَنُوۡا مِنۡہُمۡ وَ اتَّقَوۡا اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ ۚ

(সূরা আলে ইমরান; আয়াত: ১৭৩) অর্থাৎ, 'যারা আঘাত লাগার পরও আল্লাহ্ এবং এই রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা পূণ্যকর্ম ও তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।' -হযরত আয়েশা (রা.) এই আয়াত- এর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বোনের ছেলে উরওয়াকে বলেছিলেন; হযরত যুবায়ের (রা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাদের মধ্যে ছিলেন, যারা সেদিন উহুদের দিন, যখন মহানবী (সা.) আঘাত পেয়েছিলেন এবং মুশরিকরা চলে গেছিল, তখন মুশরিকরা পুনরায় ফিরে এসে আবারও আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি (সা.) বললেন, কে তাদের পিছনে যাবে? আহত হওয়া সত্ত্বেও ৭০ জন সাহাবী সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন– যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং যুবায়ের (রা.)ও ছিলেন।

উহুদের যুদ্ধের পর, আবু সুফিয়ান পরের বছর বদরের স্থানে যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে মক্কায় ফিরে যান। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কুরাইশ সৈন্যদলের পিছনে হযরত যুবায়ের ও হযরত আবু বকর (রা.) সহ ৭০ জন সাহাবীর একটি দল পাঠালেন। বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, হুযুর (সা.) কুরাইশদের

সৈন্যদলের পিছনে তাদের খবর আনতে হযরত সাদ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-কে পাঠালেন এবং বললেন, কুরাইশরা যদি উটে চড়ে এবং ঘোড়া খালি থাকে, তাহলে বুঝবেন যে তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। আর যদি তারা ঘোড়ায় চড়ে থাকে তাহলে বুঝবেন উদ্দেশ্য ভাল নয়। তাদের অভিমুখ মদীনার দিকে হলে আমাকে অবিলম্বে যেন জানানো হয়। তিনি (সা.) বললেন, কুরাইশরা যদি এখন মদীনায় আক্রমণ করে, তাহলে আল্লাহ্‌র কসম আমরা তাদের মজা বুঝিয়ে দেব, কিন্তু তিনি (সা.) খবর পেলেন যে কুরাইশ বাহিনী মক্কায় ফিরে যাচ্ছে।

হুদায়বিয়া সন্ধির শর্তানুযায়ী, যখন আবু জান্দালকে মহানবী (সা.) ফিরিয়ে দেন, তখন সাহাবাগণ খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এ ঘটনাটি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)ও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন; একবার মহানবী (সা.) সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বলেন; "আমি তোমাদের অনেক আদেশ দিয়েছি, কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আন্তরিক যারা তাদের মধ্যেও অনেক সময় প্রতিবাদের চেতনা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু আমি আবু বকরের মধ্যে এই মনোভাব কখনও দেখিনি।" হুদায়বিয়ার চুক্তি উপলক্ষ্যে হযরত উমর (রা.)-র ন্যায় মানুষও ভীত হয়ে পড়েন এবং হযরত আবু বকরের খেদমতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা কি আমাদেরকে সঙ্গে অঙ্গীকার করেননি যে আমরা উমরাহ করব?' তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ কি আমাদের প্রতিশ্রুতি দেননি যে তিনি আমাদের সমর্থন এবং সাহায্য করবেন? হযরত আবু বকর বললেন, 'হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।' তিনি তখন বললেন; তবে কি আমরা উমরাহ করেছি? হযরত আবু বকর বললেন, 'উমর! খোদা কখন বলেছেন যে আমরা এই বছরই উমরাহ করব?' তখন তিনি বলেন, আমরা কি বিজয় ও ঐশী সমর্থন লাভ করেছি? হযরত আবু বকর (রা.) একথা শুনে বলেন, 'খোদা এবং তাঁর রসূলই বিজয় এবং ঐশী সাহায্যের বিষয়ে উত্তমরূপে অবগত।' কিন্তু উমর (রা.) এ উত্তরে সন্তুষ্ট হননি এবং আতঙ্কিত অবস্থায় তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসেন। জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্ কি আমাদের প্রতিশ্রুতি দেননি যে আমরা মক্কায় তোয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে প্রবেশ করব? তিনি (সা.) 'হ্যাঁ' বললেন। উমর বললেন; 'আমরা কি আল্লাহ্‌র জামাতের অর্ন্তগত নই এবং আল্লাহ্‌র কি আমাদের বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল না?' তিনি (সা.) 'হ্যাঁ' বললেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, 'আমরা কি উমরাহ করেছি?' তিনি (সা.) বললেন, 'আল্লাহ্ কবে বলেছেন যে আমরা এ বছরে উমরাহ করব? আমার ধারণা ছিল এই বছর উমরাহ হবে। আল্লাহ্ কিছুই নির্ধারণ করেননি।' তিনি বললেন, তাহলে বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির অর্থ কী? তিনি (সা.) বললেন; 'আল্লাহ্‌র সাহায্য অবশ্যই আসবে এবং তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যেভাবেই হোক পূরণ হবে।' যেন হযরত আবু বকর (রা.) যে উত্তর দিয়েছিলেন, হুযুর (সা.)ও একই উত্তর প্রদান করেছেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বিধর্মীদেরও খুব খেয়াল রাখতেন। একদা এক ইহুদী হযরত আবু বকর (রা.)-এর সামনে বললেন, আমি সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যিনি মূসা (আ.)-কে সব নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) একথা শুনে তাকে চড় মারেন। এ ঘটনার খবর পেয়ে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি কেন এমন করলে? একজন ইহুদীর অধিকার আছে সে যা খুশি বিশ্বাস করার, অর্থাৎ সে তার বিশ্বাস অনুযায়ী যা খুশি বলতে পারে।'

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকরের ভালোবাসা ও অনুরাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময়ও আর মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সময়ও হযরত আবু বকর (রা.)'র সম্পর্ক মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিল অনুরাগে পরিপূর্ণ। মহানবী (সা.)-এর

ইন্তেকাল উপলক্ষ্যে যখন সূরা আল নাসর নাযিল হল, যাতে তাঁর মৃত্যুর গোপন সংবাদ ছিল, তখন তিনি সাহাবীদের উদ্দেশে বলেছিলেন যে, **আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাকে পার্থিব উন্নতি অথবা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য-দু'টোর মাঝে একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দিলে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যকে বেছে নিয়েছি।** এতে সকল সাহাবী উচ্ছ্বসিত হলেন, কিন্তু হযরত আবু বকর ডুকরে কেঁদে উঠলেন আর বললেন; 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার জন্য আমাদের বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান সবাই নিবেদিত; আপনার জন্য আমরা সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত!' যেমন প্রিয়জনের অসুস্থতায় ছাগল জবাই করা হয়, ঠিক একইভাবে হযরত আবু বকর (রা.) নিজের এবং সকল প্রিয়জনের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-র উদ্দেশ্যে কুরবানী উপস্থাপন করেছিলেন। হযরত উমর সহ সকল সাহাবা হযরত আবু বকর (রা.)-র কান্না এবং এভাবে কথা বলতে দেখে অবাক হয়ে যান। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, **আবু বকর আমার এতটাই প্রিয় যে, যদি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে খলীল বা অন্তরঙ্গতম বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অনুমতি থাকতো, তবে আমি আবু বকরকে নিজের খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম!** যদিও সে এখন আমার বন্ধুই। অতঃপর তিনি বললেন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, আজ থেকে আবু বকরের জানালা ব্যতীত মসজিদে খোলে সকলের জানালা বন্ধ করে দিতে হবে। এভাবে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রশংসা করলেন; কারণ তার এই ভালবাসা নিখুঁত ছিল, যা তাকে অবগত করেছিল যে; এই বিজয় ও ঐশী সাহায্যের সংবাদের পিছনে রয়েছে নবী (সা.)-এর আসন্ন মৃত্যু সংবাদ, এবং তিনি তাঁর এবং তাঁর প্রিয়জনদের জীবন এ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একবার হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর মধ্যে কোনো বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে হযরত আবু বকর (রা.) আরও ঝগড়ার পূর্বেই সে স্থান ত্যাগ করতে শুরু করেন; তখন; হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)- এর কুর্তা টেনে ধরে বলেন যে আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও।' এভাবে টেনে ধরায় আবু বকরের কুর্তা ফেটে যায়। হযরত উমর রসূল (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করলে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন; 'আবু বকর এমন সময় আমার প্রতি ঈমান এনেছিলেন যখন সারা বিশ্ব আমাকে অস্বীকার করছিল; এবং তিনি আমাকে সর্বত্র সাহায্য করেছেন।' এমন সময় হযরত আবু বকর (রা)ও তথায় এলেন, রসূল (সা.) এর কষ্ট দেখে তিনি তার ভুল স্বীকার করতে লাগলেন। এটি ছিল হযরত আবু বকরের ভালোবাসা যে তিনি নবী (সা.)- এর কষ্ট সহ্য করতে পারেননি।

মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর কিছু গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করলে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। হযরত উমর (রা.) তাদের প্রতি নম্র হওয়ার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) জবাব দিলেন, আবু কাহাফার ছেলের স্পর্ধা কী যে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর আদেশ বাতিল করে? যদি তারা তাঁর (সা.)'র যুগে একটি দড়ি অবধি যাকাত হিসাবে দিয়ে থাকত; তবে আমি তাদের কাছ থেকে সেই দড়িও নিয়েই তবে ছাড়ব; এবং যতক্ষণ না এই লোকেরা যাকাত দেয় ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হব না।' এটি ছিল ভালবাসা ও স্নেহের একটি উদাহরণ যে কঠিন পরিস্থিতিতেও যখন সাহাবাগণ যুদ্ধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন; তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)- এর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হন। একইভাবে ওসামার বাহিনীকে থামানোর জন্য সাহাবাগণের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, শত্রু যদি ক্ষমতাশালী হয়ে মদীনা জয় করে ফেলে; এবং মুসলমান নারীদের মৃতদেহ সারমেয়রা ধরে টানাটানি করতে থাকে; তথাপিও আমি মহানবী (সা.) এর প্রস্তুতকৃত বাহিনীকে থামাতে পারব না।

হযরত খালিদ (রা.) ইরাক বিজয়ে প্রাপ্ত একটি চাদর সেনাবাহিনীর লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন যে তিনি যেন এই উপহারটি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি এটিকে নিজের জন্য গ্রহণ করা পছন্দ করেননি; আর না তিনি নিজের কোন আত্মীয়কে এটি দিয়েছিলেন; বরং তিনি হযরত ইমাম হুসেনকে এটি প্রদান করেন।

হুযুর বলেন অবশিষ্ট বর্ণনা পরে বলা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

জুমআর খুতবা প্রদান শেষে সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) দুজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। তাদের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন তাহরীক জাদীদ-এর রাবওয়া অঞ্চলের কৃষি কর্মকর্তা জনাব সামিউল্লাহ সিয়াল সাহেব এবং দ্বিতীয় জন মোকররমা সিদ্দীকা বেগম সাহেবা স্বামী আলী আহমদ সাহেব মরহুম মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহ্‌সানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহয়ুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
23 September 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
....................*P.O*........................
Distt.......................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in